তারিখ 12 APR 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

সংবাদ

দোহারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে দণ্ডিত ৭

প্রতিনিধি, দোহার (ঢাকা)

ঢাকার দোহার উপজেলায় এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ৬ এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কেএম আল-আমিন নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া জয়পাড়া পূর্ব বাজারের একজন লাইব্রেরিয়ান ও ফটোকপির দোকানদার জুবায়ের মোল্লাকে (২৪) ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা হলো জহিরুল ইসলাম (১৯), রুমি আক্তার (১৭), তানিয়া শরীফ তুন্নী (১৭), সুমাইয়া আক্তার (১৭), তামান্না ইসলাম (১৭) ও সিমু আক্তার। দণ্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সবাই দোহার উপজেলার মেঘুলা মালিকান্দা স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী। প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্য পরীক্ষার্থীদের বরাতে জানা যায়, গত বুধবার সকালে ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (আব.) ২য় পত্র (উওইঝ) পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কেএম আল-আমিন দুই শিক্ষার্থীকে জয়পাড়া ডিগ্রি কলেজ গেটের বাইরে কলেজ মার্কেটে মোবাইল ফোনে কিছু একটা পড়তে দেখেন। এ সময় সন্দেহ হলে তিনি তাদের মোবাইল জব্দ করে তাদেরকে পরীক্ষার হলে পাঠান। এরপর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা শেষ হলে তিনি ওই দুই জনের সাথে বাকি আরো চারজনকে ডেকে আনেন কেন্দ্র সচিব তাপস নন্দীর রুমে। সেই চারজনকে জানানো হয়, ওই দুই শিক্ষার্থীর মোবাইলে যে গ্রুপে প্রশ্ন পাওয়া গেছে সেই চ্যাটিং গ্রুপে তাদের নাম রয়েছে। তাই তারা একই কারণে অভিযুক্ত। তবে এ সময় ওই চার শিক্ষার্থী নিজেদের নির্দোষ দাবি করে।

দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালত ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বয়স ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে এক হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং রচনা ও সৃজনশীল অংশের পরীক্ষা থেকে বিরত রাখেন। এই রায়ের প্রতিবেদন শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করেন এবং ফটোকপির দোকানিকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন। উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কেএম আল-আমিন বিষয়টি উপস্থিত গণমাধ্যমকে অবহিত করেন।

অপরদিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ রায়ের প্রতিবাদে ও ওই শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বুধবার সন্ধ্যায় মেঘুলা বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।